গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্য ালয় কুড়িগ্রাম।
(রাজস্ব শাখা)
www.kurigram.gov.bd

বিষয় : ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত জেলা রাজস্ব সভার কার্য বিবরণী।
সভাপতি : জনাব মোছাঃ সুলতানা পারভীন
জেলা প্রশাসক
কুড়িগ্রাম।
সভার তারিখ : ২৪ ফেব্রুয়ারি , ২০১৯। সময়ঃ দুপুর ১২.০০ টা।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্য ালয়, কুড়িগ্রাম।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা : পরিশিষ্ট ''ক'' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্য ক্রমশুরু করেন। অত:পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রামকে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম গত ২৭/০১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্য বিবরণী মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শ ন করেন এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করেন । উপস্থাপিত জানুয়ারি ২০১৯ এর কার্য বিবরণীর উপর কোন মন্তব্য আছে কিনা জানতে চাওয়া হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ গত সভার কার্য বিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব নেই মর্মে অবহিত করেন। কার্য বিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায় তা সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। অত:পর গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্য ালোচনান্তে নিম্নোক্ত এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

১। রাজস্ব সংস্থাপন সংক্রান্তঃ

সভাপতির অনুমতিক্রমে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম এ জেলায় রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কর্ম রত জনবল ও জেলা প্রশাসকের কার্য ালয় উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের শূন্যপদ সংক্রান্ত তথ্য সভায় ছক আকারে উপস্থাপন করেন:

অফিসের নাম	পদের নাম/ শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্ম রত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
জেলা প্রশাসকের কার্য ালয়ের রাজস্ব শাখা	সহকারী প্রকৌশলী (১ম শ্রেণি)	১	-	১	
	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণি)	১	১	-	
	কানুনগো (২য় শ্রেণি)	১	-	১	
	৩য় শ্রেণি	১৫	১৩	২	সার্ভে য়ার ও ট্রেসার পদ শূন্য
	৪র্থ শ্রেণি	৯	৯	-	
জেলা প্রশাসকের কার্য ালয়ের এল, এ শাখা	অতিঃ ভূমি অধিগ্রহণ কর্ম কর্তা (১ম শ্রেণী)	১	১	-	
	কানুনগো (২য় শ্রেণি)	২	-	২	
	৩য় শ্রেণি	৮	৩	৫	অফিস সহকারী, সার্ভে য়ার ও ট্রেসার পদ শূন্য।
	৪র্থ শ্রেণি	১২	৫	৭	
উপজেলা ভূমি অফিস (৯)টি	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৯	২	৭	কুড়িগ্রাম সদর ও নাগেশ্বরী ব্যতিত ০৭টি উপজেলায় পদ শূন্য
''	কানুনগো	৯	-	৯	
	সার্ভে য়ার	৯	৬	৩	
উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৩য় শ্রেণি	২১১	১৫৯	৫২	
	৪র্থ শ্রেণি	১৮৪	১৬৪	২০	চেইনম্যান-১০ জন, অফিস সহায়ক-১০ জন

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর,কুড়িগ্রাম জানান জেলার ০৭ টি উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ৯ টি উপজেলায় কানুনগো, ৩টি উপজেলায় ৩ জন সার্ভে য়ার, জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম কার্য ালয়ের রাজস্ব শাখায় ১ জন এবং এল,এ শাখায় ২ জন সার্ভে য়ারের পদ শূন্য রয়েছে। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্তা/ইউনিয়ন ভূমি উপ সহকারী কর্ম কর্তা শূন্য পদে নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানের জটিলতা থাকায় জনবলের স্বল্পতার অভাবে অফিসের কার্য ক্রমে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এ কার্য ালয়ের০৩/০২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩১.৪৭ .৪৯০০ .০০৬ .০১ .১২৯ .১৮-১২২(৪) নং স্মারকে ৩য় শ্রেণীর শূন্যপদ পূরণের জন্য পুনরায় এবং ৪র্থ শ্রেণীর শূন্যপদসমূহ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য এ কার্য ালয়ের ০১/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৩১.৪৭ .৪৯০০.০০৬.০১.১২৯.১৮-৪১২ নং স্মারকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব),কুড়িগ্রাম সভায় অবহিত করেন যে,ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে অদ্যাবধি কোন মঞ্জুরীপত্র পাওয়া যায়নি।	সরকারের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে এবং রাজস্ব প্রশাসনের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাজস্ব প্রশাসনের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্যপদসমূহ পূরণের ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে জরুরি প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে কর্ম চারীগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/ রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম।

চলমান পাতা-২

২। শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা **সংক্রান্তঃ**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সভায় জানান, বর্তমানে রাজস্ব প্রশাসনে শৃঙ্খলা বিধির অধীনে ১/২০১৬, ০১/২০১৭, ০২/২০১৭,০৩/২০১৭, ০২/২০১৮ ও ০৫/২০১৮ নম্বর মোট ০৬ (ছয়) টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। ১/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্ম কর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে ২য় কারণ দর্শানো হলে জবাব দাখিল করেছেন। তদন্তকারী কর্ম কর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযুক্তের জবাব অনুযায়ী পরবর্তি আদেশের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। ১/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্ম কর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত কার্য ক্রমচলমান। ০২/২০১৭ বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্ম কর্তানিয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত কার্য ক্রমচলমান। ০৩/২০১৭ মামলার নথি আদেশের জন্য পেশ করা হয়েছে। ০২/২০১৮ মামলার ব্যক্তিগত শুনানী গত ২৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ গৃহীত হয়। পরবর্তি আদেশের জন্য নথি পেশ করা হয়েছে। । জবাব পাওয়া গেছে। পরবর্তি আদেশের জন্য নথি পেশ করা হয়েছে।আলোচনান্তে সভাপতি সংশ্লিষ্ট বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ করে বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্য ক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য তদন্তকারী কর্ম কর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সংশ্লিষ্ট বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ করে ০১/২০১৭ ও ০২/২০১৭ বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্য ক্রম সম্পন্ন করে আগামী সভার পূর্বে ই প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। ২। ০২/২০১৮ও ০৫/২০১৮ নং বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। চলমান বিভাগীয় মামলাসমূহ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি এর মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	(১-২)। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) /রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্ম কর্তা। ৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম।

শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত বিবরণীঃজানুয়ারি ২০১৯

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি	কর্ম রত অফিসের নাম	মামলা নং ও দায়েরের তারিখ	তদন্তকারী কর্ম কর্তা নিয়োগের স্মারক ও তারিখ	তদন্তকারী কর্ম কর্তার নাম ও পদবি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মোঃ খালেকুজ্জামান ইউঃ ভূমি উপ-সহঃ কর্ম ঃ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ধলডাঙ্গা, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	০১/২০১৬ ২০/০৬/১৬	স্মারক নং-১২১২ তারিখঃ ২৮/০৯/১৭	জনাব সাধন কুমার বিশ্বাস সহকারী কমিশনার কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট	তদন্তকারী কর্ম কর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযুক্তের জবাব অনুযায়ী পরবর্তি আদেশের জন্য নথি পেশ করা হয়েছে।
২	মোঃ আব্দুর রহমান ইউঃ ভূমি উপ-সহঃ কর্ম ঃ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কোদালকাটি, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম	০২/২০১৭ ২০/০৯/১৭	স্মারক নং- ৯১৪(৪) তারিখঃ ১৬/০৮/১৮	মিজ্ সালমা আক্তার সহকারী কমিশনার কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট	তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। নথিতে আদেশের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।
৩	মোঃ গোলাম মর্তুজা আল ফারুক ইউঃ ভূমি সহঃ কর্ম কর্তা	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কোদালকাটি, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম	০১/২০১৭ ২০/০৯/১৭	স্মারক নং- 170(৫) তারিখঃ 01/০২/১৮	জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা সহকারী কমিশনার কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট	তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। নথিতে আদেশের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।
৪	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ইউঃ ভূমি উপ-সহঃ কর্ম কর্তা	পাইকের ছড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	০২/২০১৮ ০৫/০৪/১৮	-	-	ব্যক্তিগত শুনানী গত ২৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ গৃহীত হয়। পরবর্তি আদেশের জন্য নথি পেশ করা হয়েছে।
৫	জনাব মোঃ তোফায়েল হোসেন নাজির কাম ক্যাশিয়ার	উপজেলা ভূমি অফিস, উলিপুর, কুড়িগ্রাম	০৩/২০১৭ ০৩/১২/১৭	স্মারক নং-২৫৪(৫) তারিখঃ ২৬/০২/১৮	মিজ্ ফাতেমা খাতুন সহকারী কমিশনার কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট	তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। নথিতে আদেশের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।
৬	জনাব মোঃ আমির হোসেন ইউঃ ভূমি সহঃ কর্ম কর্তা	কাশিপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০৫/২০১৮ ১৩/১২/১৮	-	-	অভিযোগ বিবরণ ও অভিযোগনামার মাধ্যমে কারণ দর্শানোরজন্য রয়েছে।

৩। উপজেলা/ ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শনসংক্রান্তঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সভায় পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করেন। জানুয়ারি ২০১৯ মাসে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কুড়িগ্রাম সদর,ভূরুঙ্গামারী,রাজারহাট,উলিপুর ও চিলমারী, কুড়িগ্রাম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুড়িগ্রাম সদর ,নাগেশ্বরী,ভূরুঙ্গামারী,ফুলবাড়ী ও চিলমারী, কুড়িগ্রামের প্রমাপ অর্জিত হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, পরিদর্শন বিষয়টি বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্তপ্রমাপ অর্জনকারী কর্ম কর্তাগণকেসভাপতি ধন্যবাদ জানান। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার আলোকেআগামীতে প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শনে সতর্ক থাকতে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি গতানুগতিকভাবে বিভিন্ন উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ পরিদর্শন না করে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করে নিজস্ব মতামতসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি বলেন যে, পরিদর্শনকালেএ ছাড়া তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে তাঁর নিজ কার্যালয়সহ অধীনস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ ভূমি সংস্কার বোর্ডের নির্ধারিতপ্রমাপ অনুযায়ী দর্শন/ পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ই-মেইলে ও ফ্যাক্স-এ এবং হার্ডকপি এ অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনাপ্রদান করেন। সভাপতি পরিদর্শনকারী কর্ম কর্তাকে পূর্বের পরিদর্শনকারী কর্ম কর্তার নির্দেশনা প্রতিপালন হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। পরিদর্শনের সময় অফিসে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা, ভূমি অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের শুনানী গ্রহণ করার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।	১। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ দর্শন/পরিদর্শন কার্য ক্রম আরো নিবিড়ভাবে সম্পন্ন করে প্রতিমাসে প্রমাপ অর্জনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে সতর্ক থাকতে হবে। ২। ভূমি সংস্কার বোর্ডের ফরমেট মোতাবেক বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার আলোকে প্রমাপ অনুযায়ী নিজ কার্যালয়সহ অধীনস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ দর্শন/ পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ই-মেইলে, ফ্যাক্স-এ এবং হার্ড কপি এ অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ৩। পরিদর্শনকারী কর্ম কর্তাকে পূর্বের পরিদর্শনকারী কর্ম কর্তার নির্দেশনা প্রতিপালন হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে। ৪। পরিদর্শনের সময় অফিসে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং ভূমি অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের শুনানী গ্রহণ করতে হবে।	(১-৪)। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) /সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম /সংশ্লিষ্ট সকল কর্ম কর্তা, কুড়িগ্রাম।

চলমান পাতা-৩

4। ভূমি অফিসসমূহের কর্ম সম্পাদন/কর্ম তৎপরতা সংক্রান্তঃজানুয়ারি,২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় উপজেলা পর্যায়ে রাজস্ব সভা সংক্রান্ত আলোচনা হয়। কুড়িগ্রাম সদর,নাগেশ্বরী,ভূরুঙ্গামারী,রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী ও রাজিবপুর উপজেলা হতে জানুয়ারি ২০১৯ মাসের উপজেলা রাজস্ব সভার কার্য বিবরণীপাওয়া গিয়েছে। ফুলবাড়ী ও রৌমারী উপজেলা হতে রাজস্ব সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে পাওয়াযায়নি মর্মে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সভায় অবহিত করেন। ফুলবাড়ী ও রৌমারী উপজেলা হতে রাজস্ব সভার কার্য বিবরণী এ কার্যালয়েনা পাওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল),কুড়িগ্রামকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১৩.১৭ .১৮৮.২০১৫.৭৩২ নং পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ে প্রতিমাসে রাজস্ব সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করে সভার কার্য বিবরণীআবশ্যিকভাবে পরবর্তী মাসের ০৭(সাত) তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। যে সকল উপজেলা হতে রাজস্ব সভার কার্য বিবরণীপাওয়া যাবে না পরবর্তীতে তাদেরকে কৈফিয়ত তলব করা হবে। সভাপতি মাসিক সভাসমূহ ফলপ্রসু ও কার্যকরভাবে করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উপজেলা রাজস্ব সভায় জেলা রাজস্ব সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১. ৭৩২ নং পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ে প্রতিমাসে রাজস্ব সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করে সভার কার্য বিবরণী পরবর্তী মাসের ০৭(সাত) তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। যে সকল উপজেলা হতে রাজস্ব সভার কার্য বিবরণীপাওয়া যাবে না পরবর্তীতে তাদেরকে কৈফিয়ত তলব করতে হবে। ২। মাসিক সভাসমূহ ফলপ্রসু ও কার্যকরভাবে করতে হবে। ৩। উপজেলা রাজস্ব সভায় জেলা রাজস্ব সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।	১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) /সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম (২-৩)।উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল)/সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম

ভূমি অফিসসমূহের কর্ম সম্পাদন/কর্ম তৎপরতা সংক্রান্ত বিবরণীঃ জানুয়ারি ২০১৯

ক্রঃ নং	উপজেলা	উপজেলা রাজস্ব সম্মেলনের তারিখ	সভার কার্য বিবরণীর স্মারক ও তারিঃ	সভার কার্য বিবরণী এ কার্যালয়ে প্রাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কুড়িগ্রাম সদর	১০/০২/২০১৯	৩১.০২.৪৯৫২.০০০.০৪.০০৬.১৮.৮২(১২), তারিখঃ ১৪/০২/২০১৯	১৯/০২/২০১৯	সভার কার্য বিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
২	নাগেশ্বরী	১০/০২/2019	৩১.০২.৪৯61.০০০.০3.০০1.১৮.১৪৩(30) তারিখঃ ১১/০২/২০১৯	১৮/০২/2019	সভার কার্য বিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
৩	ভূরুঙ্গামারী	৩০/০১/2019	৩১.০২.৪৯০৬.০০০.১২.০০1.১৮-৩৬(২৭), তারিখঃ ৩১/০১/১৯	০৩/০২/2019	সভার কার্য বিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
৪	ফুলবাড়ী	-	-	-	সভার কার্য বিবরণী পাওয়া যায়নি।
৫	রাজারহাট	২৮/০১/2019	৩১.০২.৪৯৭৭.০০০.০3.০1০.১৮.২৮(২0), তারিখঃ ১৭/০২/১৮	১৭/০২/2019	সভার কার্য বিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
৬	উলিপুর	১৮/০২/২০১৯	৩১.০২.৪৯৯৪.০০০.০৩.০১২.১৮-১২৪(২৫), তারিখঃ ২৪/০১/১৯	২০/০২/২০১৯	সভার কার্য বিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
৭	চিলমারী	২৮/০১/২০১৯	৩১.৪৭.৪৯০৯.০০০.০১.০০৭.১৮.৬১(৯), তারিখঃ ১০/০২/১৯	১৮/০২/২০১৯	সভার কার্য বিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
৮	রৌমারী	-	-	-	সভার কার্য বিবরণী পাওয়া যায়নি।
৯	চর রাজিবপুর	০৩/০২/২০১৯	৩১.02.৪৯০8.০০০.০3.০০4.১৮- ৫৬(৮), তারিখঃ ১২/০২/২০১৯	২০/০২/২০১৯	সভার কার্য বিবরণী পাওয়া গিয়েছে।

চলমান পাতা-৪

৫। উপজেলা/ ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ/ মেরামত সংক্রান্তঃ জানুয়ারি ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উপজেলা ভূমি অফিস, পৌর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস পুন: নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট জানান ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম জেলার মেরামত/সংস্কারযোগ্য উপজেলা ভূমি অফিস/পৌর ভূমি অফিস/ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর নামের তালিকা প্রেরণের জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রামকে এ কার্যালয়ের ০৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৩১.৪৭.৪৯০০.০০৬.০৫.০২২.১৮.১০৭৪ নং স্মারকে পত্র দেয়া হয়েছে। সে মোতাবেক সকল উপজেলা হতে তালিকা পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে ব্যায় প্রাক্কলন কার্য ক্রম চলছে। সভাপতি ব্যায় প্রাক্কলন কার্য ক্রম দুত শেষ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কুড়িগ্রাম জেলার মেরামত/সংস্কারযোগ্য উপজেলা ভূমি অফিস/পৌর ভূমি অফিস/ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের মেরামত /সংস্কার এর জন্য দরপত্র কার্য ক্রমশুরু করার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) , কুড়িগ্রাম/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট,কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করেন।	১। ব্যায় প্রাক্কলন কার্য ক্রম দুত শেষ করতে হবে। ২।২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কুড়িগ্রাম জেলার মেরামত /সংস্কারযোগ্য উপজেলা ভূমি অফিস /পৌর ভূমি অফিস /ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের মেরামত /সংস্কার এর জন্য টেন্ডার কার্য ক্রমশুরু করতে হবে।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট, কুড়িগ্রাম।

৬। অডিট সংক্রান্তঃ জানুয়ারি ২০১৯

<table>
<tr><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>জেলায় রাজস্ব প্রশাসনে মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৬২ টি এবং আপত্তির বিপরীতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ১৯৬০৭৮/১৮ টাকা। যার উপজেলা ওয়ারী হিসাব বিবরণী নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>উ জেলার নাম</th><th>আপত্তির পরিমাণ</th><th>জড়িত টাকা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>কুড়িগ্রাম সদর</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>নাগেশ্বরী</td><td>০৭</td><td>৪৩২৫৩</td><td></td></tr>
<tr><td>ভূরুঙ্গামারী</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>ফুলবাড়ী</td><td>০৮</td><td>১০১০০</td><td></td></tr>
<tr><td>রাজারহাট</td><td>১৩</td><td>৩৯৮৯৮</td><td></td></tr>
<tr><td>উলিপুর</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>চিলমারী</td><td>২৭</td><td>৮৯২২০</td><td></td></tr>
<tr><td>রৌমারী</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>চর রাজিবপুর</td><td>০৫</td><td>১৩৬০৭/১৮</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট=</td><td>৬২</td><td>১৯৬০৭৮/১৮</td><td></td></tr>
</table>
প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, এ জেলায় রাজস্ব প্রশাসনে মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৬২ টি। জানুয়ারি/২০১৯ মাসে কোন উপজেলা হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি। যে সকল অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিযোগ্য তার বস্তুনিষ্ঠ জবাব ও প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি অবিলম্বে প্রস্তুতপূর্ব ক প্রেরণের জন্যউপজেলা নির্ব াহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি অনুরোধ করেন। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার সন্তোষজনক পর্য ায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে উপজেলা নির্ব াহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে পরামর্শ প্রদান করেন। হিসাব তত্ত্বাবধায়ক(রাজস্ব) কর্তৃক খসড়া আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ দায়ি ব্যক্তিগণ যাতে সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্ব াহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করেন। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/ ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্ম কর্তা/নাজির কাম ক্যাশিয়ার যাতে বিধিবহির্ভূ তভাবে নগদ অর্থ হাতে রাখতে না পারেন সে বিষয়টি মনিটরিং করতে এবং যে সকল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্তা/ইউনিয়ন ভূমি উপ সহকারী কর্ম কর্তা/নাজির কাম ক্যাশিয়ার আদায়কৃত অর্থ আদায় প্রতিবেদনে না দেখিয়ে আত্মসাত করেছেন তার/তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দে শনা প্রদান করেন। প্রতিমাসে যে উপজেলা হতে অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব পাওয়া যায়, সে সমস্ত ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দে শনা প্রদান করেন।</td>
<td>১। যে সকল অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিযোগ্য তার বস্তুনিষ্ঠ জবাব ও প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি অবিলম্বে প্রস্তুতপূর্ব ক প্রেরণকরতে হবে।
২। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার সন্তোষজনক পর্য ায়ে উন্নীত করতে হবে।
৩। হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) কর্তৃক খসড়া আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ দায়ি ব্যক্তিগণ যাতে সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/ উপ-সহকারী কর্ম কর্তা/নাজির যাতে বিধিবহির্ভূ তভাবে নগদ অর্থ হাতে রাখতে না পারেন সে বিষয়টি মনিটরিং করতে হবে।
৫। যে সকল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্তা/ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্ম কর্তা/নাজির কাম ক্যাশিয়ার আদায়কৃত অর্থ আদায় প্রতিবেদনে না দেখিয়ে আত্মসাত করেছেন তার/তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করতে
৬। প্রতিমাসে যে উপজেলা হতে অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব পাওয়া যায়, সে সমস্ত ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td>
<td>১। উপজেলা নির্ব াহী অফিসার (সকল)/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল কুড়িগ্রাম।
(২-৬)। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।</td></tr>
</table>

চলমান পাতা-৫

৭। নামজারী মোকদ্দমা সংক্রান্তঃজানুয়ারি,২০১৯

আলোচনা

নামজারী ও জমাভাগ মোকদ্দমার বিবরণী (১ম ভাগ)

উপজেলা	বিগত মাস পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন কেসের সংখ্যা	চলতি মাসে দায়েরকৃত কেসের সংখ্যা	মোট নামজারী/ জমাভাগ কেসের সংখ্যা	চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত কেসের সংখ্যা	অনিষ্পন্ন কেসের সংখ্যা
					৪৫ দিনের নিম্নে
কুড়িগ্রাম সদর	১৩৭	৪৯৪	৬৩১	৩১০	৩২১
নাগেশ্বরী	32	১১৫	১৪৭	১২০	২৭
ভূরুঙ্গামারী	১৮২	৫০	২৩২	১২০	১১২
ফুলবাড়ী	16	৬০	৭৬	৫৭	১৯
রাজারহাট	২৯৭	১০৫	৪০২	৬৫	৩৩৭
উলিপুর	৪০০	২৫০	৬৫০	৩৫০	৩০০
চিলমারী	২০	১০০	১২০	১০০	২০
রৌমারী	৪৪২	৭৫	৫১৭	৮০	৪৩৭
রাজিবপুর	44	১০	৫৪	৩০	২৪
সর্ব মো	১৫৭০	১২৫৯	২৮২৯	১২৩২	১৫৯৭

নামজারী ও জমাভাগ মোকদ্দমার বিবরণী (২য় ভাগ)

উপজেলা	চলতি মাসে দায়েরকৃত কেসের সংখ্যা	মোট নামজারী/ জমাভাগ কেসের সংখ্যা	চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত কেসের সংখ্যা			অনিষ্পন্ন কেসের সংখ্যা
			নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছে	নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে নামঞ্জুর/ নথিজাত করা হয়েছে	মোট নিষ্পত্তি কৃত মামলার সংখ্যা	৪৫ দিনের নিম্নে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কুড়িগ্রাম সদর	০৬	১৪	-	০৫	০৫	০৯
নাগেশ্বরী	-	১৫	-	০৫	০৫	১০
ভূরুঙ্গামারী	১২	২৪	-	১২	১২	১২
ফুলবাড়ী	-	-	-	-	-	-
রাজারহাট	৭০	৭০	-	১৩	১৩	৫৭
উলিপুর	-	-	-	-	-	-
চিলমারী	১৫	৩০	-	২০	২০	১০
রৌমারী	১৫	১৫	-	-	-	১৫
চর রাজিবপুর	-	-	-	-	-	-
সর্ব মো	১১৮	১৬৮	-	৫৫	৫৫	১১৩

সভায় নামজারীর মোকদ্দমার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি নামজারী মোকদ্দমা যথাসময়ে নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টতা যাচাই করত: বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান,সরকারের নির্দে শনা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবেনির্ধ ারিত সময়ের মধ্যে ক্র অনুযায়ী নামজারি কার্য ক্রম সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সহকারী কমিশনার(ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে উভয় খন্ডের নামজারী কেস নিষ্পত্তিতে অধিক তৎপর হওয়ার জন্য এবং নামজারি কেস পেন্ডিং না রেখে সরকারের সর্ব শেষজারীকৃত পরিপত্রের নির্দে শনা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরার জন্য নির্দে শনাপ্রদান করেন এবং সে মোতাবেক কার্য ক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে কি না সে বিষয়টি উপজেলা নির্ব াহী অফিসারগণকে তদারকি করার জন্য সভাপতি অনুরোধ করেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানী গ্রহণ করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত/আদেশ স্ব-হস্তে লিখবেন এবং খতিয়ান নিজ হাতে সংশোধন করবেন। ৪৫ দিনের উর্ধ্বে নামজারী মামলা কোনভাবে পেন্ডিং রাখা যাবে না,থাকলে তার কারণসহ কতটি নামজারী মামলা পেন্ডিং রয়েছে তা এ কার্য লয়কে অবহিত করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ করেন। জেলা রাজস্ব সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপজেলা রাজস্ব সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য ক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। সভাপতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নং স্মারকের পরিপত্রের নির্দে শনা অনুসরণে এল.টি নোটিশ বুনিয়াদে প্রাপ্ত নামজারি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করেন। কোন অবস্থাতেই ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কোন আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। নামজারি প্রাপ্তিতে জনগণ যাতে হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/উপজেলা নির্ব াহী অফিসার(সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করেন। নামজারীর অনুমোদিত খতিয়ান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও জেলা রেকর্ড রুমে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত

১। নামজারী মোকদ্দমার রেজিস্টার সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। আদেশনামা কম্পিউটার কম্পোজকৃত হলে আদেশের বাম পাশে আমার নির্দে শে টাইপকৃত এবং আমার কর্তৃক যাচাইকৃত" এই মর্মে টাইপ করে /সিল দিয়ে তার উপর সহকারী কমিশনার (ভূমি)কর্তৃক অনুস্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

২। নামজারী মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট সকল আইন/ বিধি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্ব ক রেকর্ড সৃজন রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ, হোল্ডিং সংশোধন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩। নিষ্পত্তিকৃত নামজারীর ডিসিআর এর মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা যথাযথভাবে জমা দানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৪। সংশ্লিষ্টতা যাচাই করত: নির্ধ ারিত সময়ের মধ্যে ক্রম অনুযায়ী নামজারি মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি করতে হবে। জমির মালিকানা রেজিস্টারে সঠিকভাবে জমির পরিমাণ সংশোধন করাসহ হোল্ডিং সৃজন করে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্তাকে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নথিতে তারিখ নির্ধ ারণকরে দিতে হবে।

৫। জেলা রাজস্ব সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপজেলা রাজস্ব সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য ক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৬। এল.টি নোটিশ অস্পষ্ট/গরমিল থাকার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাব রেজিস্ট্রারের সাথে সমন্বয়পূর্ব ক কার্য কর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭।ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১/০২/১৯ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নং স্মারকের পরিপত্রের নির্দে শনা অনুসরণে এল.টি নোটিশ বুনিয়াদে প্রাপ্ত নামজারি নিষ্পত্তি করতে হবে।

৮। অনুমোদিত খতিয়ান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও জেলা রেকর্ড রুমে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন

(১-৫)। উপজেলা নির্ব াহী অফিসার (সকল) /সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল)/ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্তা (সকল) কুড়িগ্রাম।

(৬-৭)। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল) / ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্তা (সকল) কুড়িগ্রাম।

চলমান পাতা-6

৮। ই-নামজারী মোকদ্দমা সংক্রান্তঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ভূমি মন্ত্রণালয় অধিশাখা-২ (মাঠ প্রশাসন) এর ১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬ .০৬.০৪৮.১২ ৮৪৯ নং স্মারকের নির্দে শনা অনুযায়ী বর্ত মানেএ জেলার কুড়িগ্রাম সদর, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও উলিপুর উপজেলায় ই- নামজারী (ই- মিউটেশন) কার্য ক্রমবাস্তবায়ন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবান্ধব সেবা। ই-মিউটেশন প্রক্রিয়ায় সেবা প্রত্যাশীগণ ঘরে বসেই অথবা নিকটস্থ ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে নামজারীর জন্য আবেদন করতে পারেন এবং কম সময়ে, কম খরচে এবং ভোগান্তিবিহীন উক্ত সেবা গ্রহণ করতে পারেন। a2i Programme এর আওতায় কুড়িগ্রাম জেলায় ই-নামজারী সিস্টেম (e mutation) সুচারুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে ১ম ব্যাচে ভূরুঙ্গামারী,রৌমারী ও চর রাজিবপুর উপজেলায় ২৫ (পচিঁশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২য় ব্যাচে নাগেশ্বরী ও চিলমারী উপজেলার ২৯ (উনত্রিশ) জন প্রশিক্ষনার্থীর প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম চলমান।ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নং স্মারকের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্ব ক ই- নামজারির কার্য ক্রম সুচারুভাবে বাস্তাবায়নের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্ব াহী অফিসারগণকে নিবিড় তদারকি ও পরিবীক্ষণ করতে নির্দে শনাপ্রদান করেন। তিনি প্রতিটি নামজারি খতিয়ান স্ক্যান করে সফট কপি সংরক্ষণ করার জন্য এবং ই-নামজারির মাধ্যমে অনুমোদিত নামজারির নামজারি ফি ও খতিয়ান ফি ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে আদায় কার্য ক্রম চালু করার জন্য নির্দে শনা প্রদান করেন।হয়েছে। এখন থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত পৃথকভাবে ই-মিউটেশন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দে শনা প্রদান করেন।	১। ভূমি মন্ত্রণালয় অধিশাখা-২ (মাঠ প্রশাসন) এর ১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.০৬.০৪৮ .১২.৮৪৯ নং স্মারকের নির্দে শনা মোতাবেক ই-নামজারী অনলাইনে করে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০১(এক) তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। ২। যে সকল উপজেলায় ই- নামজারির কার্য ক্রম এখনও শুরু করা হয়নি সে সকল উপজেলায় ই- নামজারির কার্য ক্রম সুচারুভাবে বাস্তাবায়নের জরুরি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৩। ই-নামজারির মাধ্যমে অনুমোদিত নামজারির নামজারি ফি ও খতিয়ান ফি ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে আদায় কার্য ক্রম চালু করতে হবে।	১। সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুড়িগ্রাম সদর /ফুলবাড়ী/ রাজারহাট /উলিপুর, কুড়িগ্রাম। ২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/ উপজেলা নির্ব াহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট) (সকল) /সহকারী কমিশনার (ভূমি), /নাগেশ্বরী/ভূরুঙ্গামারী/ চিলমারী /রৌমারী /রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুড়িগ্রাম সদর/ফুলবাড়ী/ রাজারহাট /উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

ই-নামজারী সংক্রান্ত বিবরণীঃ জানুয়ারি,২০১৯

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	বিগত মাস পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন কেসের সংখ্যা		চলতি মাসে দায়েরকৃত কেসের সংখ্যা		মোট কেসের সংখ্যা		চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত কেসের সংখ্যা		অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন কেসের সংখ্যা		মন্তব্য
										(৭-৯)	(৮-১০)	
		১ম ভাগ	২য় ভাগ	১ম ভাগ	২য় ভাগ	১ম ভাগ	২য় ভাগ	১ম ভাগ	২য় ভাগ	১ম ভাগ	২য় ভাগ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	কুড়িগ্রাম সদর	১৩৭	০৮	৪৯৪	০৬	৬৩১	১৪	৩১০	০৫	৩২১	০৯	শুধুমাত্র ১ম খন্ডে ই-নামজারী কার্য ক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।
২	ফুলবাড়ী	16	-	৬০	-	৭৬	-	৫৭	-	১৯	-	
৩	রাজারহাট	২৯৭	-	১০৫	৭০	৪০২	৭০	৬৫	১৩	৩৩৭	৫৭	
৪	উলিপুর	৪০০	-	২৫০	-	৬৫০	-	৩৫০	-	৩০০	-	
	সর্ব মোট=	৮৫০	৮	৯০৯	৭৬	১৭৫৯	৮৪	৭৮২	১৮	৯৭৭	৬৬	

০৯ (ক)। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন করের আদায় (সাধারণ): জানুয়ারি/২০১৯

আলোচনা

উপজেলা	মাসের নাম	দাবী	জানুয়ারি ২০১৯ মাসের আদায়	পুঞ্জিভূত আদায়	আদায়ের হার
কুড়িগ্রাম সদর	জানুয়ারি/১৯	৬৫৬৭৮৭৯	৪৯৫২৬৫	২৪৭৩৯৯২	৩৭.৬৭%
	জানুয়ারি/১৮	৩৩৬৭৩৭	১৮১৯১৯৫	৩১.০০%	১৮১৯১৯৫
নাগেশ্বরী	জানুয়ারি/১৯	৩৬৯৮৪০৩	৩২৮০৩৯	২০৮২৭৭২	৫৬.৩২%
	জানুয়ারি/১৮	৩৬৯৪২৭১	৩৫৯৭২৪	১৭০৯৪১০	৪৬.২৭%
ভূরুঙ্গামারী	জানুয়ারি/১৯	২৬৮০০৮২	৩২৯১০৩	১৬১৭২০৩	৬০.৩৪%
	জানুয়ারি/১৮	২৩১৪৩৬৩	৩৫৪২৩৪	১২৯৯৩১৮	৫৬.১৪%
ফুলবাড়ী	জানুয়ারি/১৯	১৯৯৮৬০০	২৩০৪৮১	১১৪৫২২১	৫৭.৩০%
	জানুয়ারি/১৮	১৯৫৯৪১৭	২২৯৫৪৯	৮৫৯৬১৫	৪৩.৮৭%
রাজারহাট	জানুয়ারি/১৯	২৯৬২৪১৯	২৯৩৮৪২	১৪৬৭৪৫৩	৪৯.৫৪%
	জানুয়ারি/১৮	২৮১০৪৯৬	২৬০২২৯	১৬৫০০৬৬	৫৯.০০%
উলিপুর	জানুয়ারি/১৯	৪৬৩১৯৭১	৫৫১৫১২	২৭৯৯৭০০	৬০.৪৪%
	জানুয়ারি/১৮	৪৪৫৬৬৪৪	৪১৬৮৬৬	২৩৯১৮৮০	৫৩.৬৮%
চিলমারী	জানুয়ারি/১৯	১৪৭১৫১২	১২৫৫১৭	৯১৫২১৮	৬২.২০%
	জানুয়ারি/১৮	১৩৮৯২৬২	২২৩৭৩৭	৭৯১৬৪৮	৫৬.০০%
রৌমারী	জানুয়ারি/১৯	৪০৭০৮৮১	৪০৪৫৪৫	২৪৬৭৮৭৯	৬০.৬২%
	জানুয়ারি/১৮	৩৭৪৫৯৫৯	২৮৫০১৫	২৭৬২২৯৭	৭৩.৭৫%
চর রাজিবপুর	জানুয়ারি/১৯	১৪৬৩৪৭০	১৭১৪৫৯	৯৪৬৭০৪	৬৪.৬৯%
	জানুয়ারি/১৮	১৩৫০৬৮০	১১৩৬৭০	৭৪০৬৬০	৫৪.৮৩%
সর্ব মোট	জানুয়ারি/১৯	২৯৫৪৫২১৭	2929763	15916142	৫৪.৮৭%
	জানুয়ারি/১৮	২৭৫০৪৪০৩	২৫৭৯৭৬১	১৪০০০৯৫৫	৫০.৯০%

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সভায় অবহিত করেন যে, চলতি অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন করের দাবির বিপরীতে জুলাই/২০১৮ মাস হতে জানুয়ারি/২০১৯ মাস পর্য ন্ত সাধারণের পুঞ্জিভূত আদায় 1,59,16,142/-টাকা । আদায়ের হার ৫৪.৮৭%। গত বছর একই সময়ে পুঞ্জিভূত আদায় ১,৪০,০০,৯৫৫ /-টাকা । আদায়ের হার ৫০.৯০%। ইতোমধ্যে চলতি অর্থ বছরেরপ্রায় ০৮ (সাত) মাস অতিক্রান্ত হয়েছে আদায়ের হার আশানুরুপ হয়নি মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন করের দাবি মোতাবেক মে ২০১৯ মাসের মধ্যে ১০০% আদায় নিশ্চিতকল্পে মাসভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করে আদায়ে তৎপর হতে উপজেলা নির্ব াহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আদায়কৃত টাকার হিসাব বিবরণী/চালান শতভাগ অনলাইনে যাচাইপূর্ব ক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করত: জরুরিভিত্তিতে এ কার্য লয়ে প্রেরণ করার জন্য তিনি সহকারী কমিশনার(ভূমি) (সকল)/ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্ত(সকল), কুড়িগ্রামকে নির্দে শনা প্রদান করেন

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের নির্ধ ারণকৃত সাধারণের ভূমি উন্নয়ন করের দাবির বিপরীতে ফেব্রুয়ারি /২০১৯ মাসের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের বার্ষি ক লক্ষ্যমাত্রার ৭০% অর্জন করতে হবে এবং মে ২০১৯ মাসের মধ্যে ১০০% আদায় নিশ্চিতকল্পে মাসভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ২। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আদায়কৃত টাকার হিসাব বিবরণী/চালান শতভাগ অনলাইনে যাচাইপূর্ব ক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করত: জরুরিভিত্তিতে এ কার্য লয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(১-২)। উপজেলা নির্ব াহী অফিসার/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।

০৯ (খ)। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন করের আদায় (সংস্থা): জানুয়ারি ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন

উপজেলার নাম	মাসের নাম	দাবী (২০১৮-১৯)	জানুয়ারি ২০১৯ মাসের আদায়	পুঞ্জিভূত আদায়	আদায়ের হার
কুড়িগ্রাম সদর	জানুয়ারি/১৯	৩৫০৩২৫৫	৩৩৬৫০১	৪৩১৬০৫	১২.৩২%
	জানুয়ারি/১৮	৩৪১৪৪৮৯	৩১৫০০	২৪৭৯৬১	০৭.০০%
নাগেশ্বরী	জানুয়ারি/১৯	৫৪৯০৭০	৫৭০০	৫৭০০	০১.০৪%
	জানুয়ারি/১৮	৪৫৪৮৪৪	-	৭০৪৪৩	১ .৪৮%
ভূরুঙ্গামারী	জানুয়ারি/১৯	৪০৫১৬১	-	১০০০	০০.২৫%
	জানুয়ারি/১৮	৪০৮৮২১	-	৮২৪০	০২.০১%
ফুলবাড়ী	জানুয়ারি/১৯	২৪৩৭১৯	৯৮০	১৩৬০৪	০৫.৫৮%
	জানুয়ারি/১৮	২৩৮২০৮	-	৩২৮৩৫	১৩.৭৮%
রাজারহাট	জানুয়ারি/১৯	৩৯০০৪২২	-	৯৯৪২	০০.২৫%
	জানুয়ারি/১৮	৪৩০৭৪০৫	-	১৬২০২	০০.৩৭%
উলিপুর	জানুয়ারি/১৯	৭২৯৬৩৮৭	-	১৫১১০৪	০২.০৭%
	জানুয়ারি/১৮	৬৩৮০৫৬৭	-	৫১৯৭১	০০.৮১%
চিলমারী	জানুয়ারি/১৯	৩৫৭৫৪২	-	৫৪১৪৩	১৫.১৪%
	জানুয়ারি/১৮	৩৯৯৭২০	৮২৫৮২	১০৪৯২৮	২৬.০০%
রৌমারী	জানুয়ারি/১৯	১৫৮৯০৮	-	-	০০.০০%
	জানুয়ারি/১৮	১৪১৪৩৮	৩৫০০	৩৫০০	০২.৪৭%
চর রাজিবপুর	জানুয়ারি/১৯	১২৬১৩০	-	১১৮২৪	০৯.৩৭%
	জানুয়ারি/১৮	১০৮৫৯৪	২৫৪০	৭৫৯৭	০৭.০০%
সর্ব মোট=	জানুয়ারি/১৯	১৬৫৪০৫৯৪	৩৪৩১৮১	৬৭৮৯২২	০৪.১০%
	জানুয়ারি/১৮	১৫৮৫৪০৮৬	১১৯২২২	৫৪৩৬৭৭	০৩.৪২%

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি/২০১৯ মাসের ভূমি উন্নয়ন করের(সংস্থার) আদায় বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, জানুয়ারি/২০১৯ মাসে আদায় হয়েছে ৩,৪৩,১৮১/- টাকা, জানুয়ারি/২০১৮ মাসে সংস্থার আদায় ছিল ১,১৯,২২২/- টাকা। গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর জানুয়ারি/২০১৮ পর্য পুঞ্জিভূত আদায় ছিল ৫,৪৩,৬৭৭/- টাকা আদায়ের হার ০৩.৪২%। এ বছর পুঞ্জিভূত আদায় ৬,৭৮,৯২২/- টাকা। আদায়ের হার ০৪.১০%। সংস্থার আদায় সংক্রান্ত আলোচনায় সভাপতি বলেন অত্র জেলায় আদায়ের হার খুবই কম। সংস্থার দাবি বছরের শুরু থেকে আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার প্রধানকে ইউনিয়ন ভূমি অফিসভিত্তিক সংস্থার দাবির পরিমাণ উল্লেখপূর্ব কপত্র প্রদান করে অনুলিপি এ অফিসে প্রেরণ করতে সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ জানান। যাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধানগণ বছরের প্রথমেই বাজেট মঞ্জুরির জন্য স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিদা পত্র দিয়ে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে সক্ষম হয়। তিনি সংস্থার দাবি শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে বছরের শুরুতেই সংস্থার প্রধানকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং সংস্থার প্রধানদের সাথে ফোনালাপের মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করেন।২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আদায়কৃত যাবতীয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রত্যয়নসহ ব্যাংক ও জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের সাথে প্রতিপাদন করে/অনলাইনে যাচাই করে ব্যাংক স্টেটমেন্ট/অনলাইন যাচাই প্রতিবেদন এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করেন।

১। সংস্থার ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ অনাদায়ী টাকা আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনসহ জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
২। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা প্রধানদের দাবির পরিমাণ উল্লেখপূর্ব ক পত্র প্রেরণ করে অনুলিপি এ অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
৩। সংস্থার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে ফোনালাপের মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
৪। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আদায়কৃত যাবতীয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রত্যয়নসহ ব্যাংক ও জেলা/ উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের সাথে প্রতিপাদন করে /অনলাইনে যাচাই করে ব্যাংক স্টেটমেন্ট /অনলাইন যাচাই প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(১-৩)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।
৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।

চলমান পাতা-৮

১০। অর্পিতসম্পত্তির দাবি ও আদায় সংক্রান্ত: জানুয়ারি ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম জানান কুড়িগ্রাম জেলায় তালিকাভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ২৪৩০.৫৪৫ একর। লীজকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ১৩৩.১৯৮০ একর। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অর্পিত সম্পত্তির মোট দাবি ৯,২৬,২৬৩/- টাকা। ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে আদায় ৬,৬৪০/- টাকা। পুঞ্জিভূত আদায় ৫৮,৫৯৫/- টাকা। আদায় আদায়ের হার ০৬.৩৩%। আদায়ের হার সন্তোষজনক নয় মর্মে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করেন। সভাপতি আগামী রাজস্ব সভার পূর্বে ই ইউনিয়নভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্য এ অফিসে প্রেরণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করেন। লীজগ্রহীতাদের ছবিসহ তালিকা/ডাটাবেইস প্রস্তুতের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভিপি সম্পত্তির অবৈধ দখলকারীর তালিকা এবং যারা লীজ নিয়েছেন তারা ভোগদখল করছেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য এ অফিসে প্রেরণ করতে উপজেলা নির্বাহীঅফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি অর্পিত সম্পত্তি লীজ নবায়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং লিজ নবায়নের ক্ষত্রে সংশ্লিষ্ট লীজিগণকে নোটিশ প্রদান ও ৩ (তিন) বছরের উর্ধ্বে নবায়নের ক্ষেত্রে সরেজমিন তদন্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন। অর্পিত সম্পত্তির আদায় দ্রুত বৃদ্ধি করার নিমিত্ত প্রতিদিন কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) টি ভিপি নথির উপর নোটিশ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উপজেলা ভূমি অফিসের ভিপি নথির কার্যক্রম হালনাগাদ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ যে সকল লীজগ্রহিতা লিজমানি প্রদান করছেন না, সে সকল লীজগ্রহিতাকে নোটিশ প্রদানপূর্বক প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক লীজ বাতিল করত: নতুনভাবে লীজ প্রদান করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। লীজ বহির্ভূত কোন অর্পিত সম্পত্তি থাকলে তার তালিকা প্রণয়ন করতে এবং উক্ত সম্পত্তিতে কোন অবৈধ দখলদার থাকলে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে সভায় অনুরাধ করা হয়। জেলা ও উপজেলা হতে লীজমানি আদায় করতে অনুরোধ করেন। কোন কর্মচারী/কর্মকর্তার দায়িত্ব অবহেলার কারণে বকেয়া অর্থ আদায় নাহলে বা দাবি তামাদি হলে তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১। অর্পিত সম্পত্তির আদায় সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। ২। আগামী রাজস্ব সভার পূর্বে ই ইউনিয়নভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্য এ অফিসে প্রেরণ করতে হবে। ৩। লীজকৃত অর্পিত সম্পত্তির জন্য আলাদা আলাদা তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত তালিকায় লীজিদের ছবিসহ তালিকা /ডাটাবেইস ও হালনাগাদ তথ্য থাকতে হবে। ভি,পি রেজিস্টার হালনাগাদ করতে হবে এবং আদায়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। ৪। লীজ নবায়নের ক্ষত্রে সংশ্লিষ্ট লিজিগণকে নোটিশ প্রদান ও ৩ (তিন) বছরের উর্ধ্বে নবায়নের ক্ষেত্রে সরেজমিন তদন্ত করতে হবে। ৫। দীর্ঘ দিন যাবৎ যে সকল লীজগ্রহিতা লীজমানি প্রদান করছেন না, সে সকল লীজগ্রহিতাকে নোটিশ প্রদানপূর্বক প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক লিজ বাতিল করত: নতুনভাবে লীজ প্রদান করতে হবে। ৬। ভিপি সম্পত্তির অবৈধ দখলকারীর তালিকা প্রেরণ করতে হবে এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের এবং যারা লীজ নিয়েছেন তারা ভোগদখল করছেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য এ অফিসে প্রেরণ করতে হবে। ৭। জেলা ও উপজেলা হতে লীজমানি আদায় করতে হবে।	১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম। (২-৭)। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।

অর্পিতসম্পত্তির দাবি ও আদায় বিবরণীঃ জানুয়ারি ২০১৯

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	তালিকাভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির মোট পরিমাণ (একরে)	লীজকৃত অর্পিত সম্পত্তির মোট পরিমাণ (একরে)	দাবি (২০১৮-২০১৯)	জানুয়ারি ২০১৯ মাসে আদায়	পুঞ্জিভূত আদায়	আদায়ের হার	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	কুড়িগ্রাম সদর	৮৯৩.৫৩৭৪	২২.৪৬	১৪০৪৬৯	-	৭৯৬৭	০৫.৬৭%	
২	নাগেশ্বরী	৪৯০.৮৬৫	২৬.৮০৫	৩০১১১	৩৯৫	১০৮৫৯	৩৬.০৬%	
৩	ভূরুঙ্গামারী	২০৯.৯৭	১২.২৬	৫৯২০৫	-	৩২৪১৯	৫৪.৭৭%	
৪	ফুলবাড়ী	৩১৮.৩১	১৩.২৮	৫৭৩৩১	-	১১০৫	০১.৯২%	
৫	রাজারহাট	৮২.৭৮৭৫	০৭.৬৭	৫২৮০	-	-	-	
৬	উলিপুর	১২৯.৮৫০১	২৪.৭৪	১০৯৪৪৭	-	৬৪০	০০.৫৮%	
৭	চিলমারী	৭.৬৬	০৬.৭৮	৪৭৮৫	৩৭২২	৯৭২২	২০৩.১৮%	
৮	রৌমারী	২৯৭.৫৬৫	১৯.১৯৫	৫১৯৬৩৫	-	-	-	
৯	চর রাজিবপুর	-	-	-	-	-	-	'ক' তফশীলভূক্ত সম্পত্তি নেই
সর্ব মোট=		২৪৩০.৫৪৫	১৩৩.১৯০	৯২৬২৬৩	৪১১৭	৬২৭১২	০৬.৭৭%	

চলমান পাতা-৯

1১। হাট-বাজারের পেরিফেরি সংক্রান্তঃ জানুয়ারি ২০১9

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় এ জেলায় মোট হাট-বাজারের সংখ্যা ১৬৪ টি। বিবেচ্য মাস পর্য ন্ত পেরিফেরিভূক্ত হাটবাজারের সংখ্যা ১৪১ টি। সভায় উপজেলাভিত্তিক প্রতিবেদন পর্য ালোচনায়দেখা যায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় পেরিফেরিভুক্ত নয় এমন ০৯ টি, রাজারহাটে ০৩টি, উলিপুরে ০৭ টি, রৌমারীতে ০৪ টি সহ মোট ২৩ হাটের পেরিফেরি হয়নি। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ০৯ টি হাটের মধ্যে ০১ টিতে আদালতে মামলা থাকায় ও ০১ টি নদী-ভাঙ্গনকবলিত হওয়ায় পেরিফেরিভুক্তকরণ সম্ভব হয়নি মর্মে সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুড়িগ্রাম সদর প্রতিবেদনে জানিয়েছেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, বিগত কয়েক মাসের কার্য বিবরণী পর্য ালোচনায় দেখা যায় যে, কোন উপজেলা হতে পেরিফেরি প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর,রাজারহাট ও রৌমারী উপজেলায় যেসব ক্যালেন্ডারভুক্ত হাটের পেরিফেরি হয়নি তাঁর উপজেলার সার্ভে য়ার ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্তা দ্বারাসরেজমিন তদন্ত করে সকল তথ্য উপাত্তসহ সম্ভাব্য সংখ্যক সেসব হাটের পেরিফেরি অনুমোদনের প্রস্তাব জরুরিভিত্তিতে এ কার্য ালয়ে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দে শনা প্রদান করেন। হাট পেরিফেরিভূক্ত না হওয়ার ফলে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। পেরিফেরি সংশোধনযোগ্য হলে দ্রুত সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। কোন হাটবাজার না বসলে তা ক্যালেন্ডার হতে বাদ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও নির্দে শনা প্রদান করেন।উপজেলাভিত্তিক হাট পেরিফেরির বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে ই এঅফিসে প্রেরণ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দে শনা প্রদান করেন। তিনি হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির জমি বন্দোবস্ত কার্য ক্রম গ্রহণ করাসহ কেউ অবৈধভাবে দখলে থাকলে বিধি মোতাবেক উচ্ছেদপূর্ব ক বন্দোবস্ত প্রদান করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।বিবেচ্য মাসে কোন উপজেলা হতে বন্দোবস্ত নথি এ কার্য ালয়ে না পাওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আগামী সভার পূর্বে ইপ্রতিটি উপজেলা হতে কমপক্ষে ৫টি করে বন্দোবস্ত নথি এ অফিসে প্রেরণ করতে উপজেলা নির্ব াহীঅফিসারগণকে পুনরায় নির্দে শনা প্রদান করেন।	১। যেসব ক্যালেন্ডারভুক্ত হাটের পেরিফেরি হয়নি নীতিমালা অনুযায়ী সেসব হাটের পেরিফেরি কার্য ক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। পেরিফেরি সংশোধনযোগ্য হলে দ্রুত সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। উপজেলাভিত্তিক হাট পেরিফেরির বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে ই এ অফিসে প্রেরণ করতে হবে। ২। পেরিফেরিভূক্ত না হওয়া হাট-বাজারসমূহ অবিলম্বে পেরিফেরিভুক্ত করতে হবে এবং কোন হাট-বাজার না বসলে তা বিধি মোতাবেক ক্যালেন্ডার হতে বাদ দিতে হবে। ৩। হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির জমি বন্দোবস্ত কার্য ক্রম গ্রহণ করাসহ কেউ অবৈধভাবে দখলে থাকলে বিধি মোতাবেক উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। কোন হাটের পেরিফেরি করার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলে মিস কেস রুজু করে শুনানীর মাধ্যমে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫। আগামী সভার পূর্বে ইপ্রতিটি উপজেলা হতে কমপক্ষে ৫ টি করে বন্দোবস্ত নথি এ অফিসে প্রেরণ করতে হবে।	১। উপজেলা নির্ব াহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল) কুড়িগ্রাম। ২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/ উপজেলা নির্ব াহী অফিসার (সকল)/ রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর,কুড়িগ্রাম। (৩-৫)। উপজেলা নির্ব াহী অফিসার (সকল) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রাম।

হাট-বাজার লীজ সংক্রান্ত তথ্যঃ জানুয়ারি/২০১৯

উপজেলা/ পৌরসভা/সিটি কর্পে ারেশনের নাম	মোট হাট-বাজারের সংখ্যা	বিবেচ্য মাস পর্য ন্ত পেরীফেরী ভূক্ত হাট-বাজারের সংখ্যা	চলতি মাসে পেরীফেরীভূ ক্ত হাট-বাজারের সংখ্যা	ইজারা প্রদত্ত হাট-বাজারের সংখ্যা	ইজারাহীন হাট-বাজারের সংখ্যা	খাস আদায় হচ্ছে	ইজারালব্ধ অর্থে র পরিমাণ (বাংলা ১৪২5)	৫% হারে অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতে জমার পরিমাণ	২০% হারে অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতের অধীন ৪-হাট-বাজার খাতে জমা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কুড়িগ্রাম সদর	২7	18	-	19	০7	০7	৫২৪২৬৭৭	২৬২১৩৩	১০৪৮৫৩৫
কুড়িগ্রাম পৌরসভা	০1	01	-	০1	-	-	১৫৮৫০০০	৭৯২৫০	-
নাগেশ্বরী	২৫	২৫	-	২৫	-	-	৬০১৮৮৫১	৩০০৯৪৩	১২০৩৭৭০
নাগেশ্বরী পৌরসভা	০১	০১	-	০১	-	-	৭৪৭৩৭০০	-	-
ভূরুঙ্গামারী	১৯	১৯	-	১9	-	-	২৭৪৭১৪০৫	১৩৭৩৫৭০	৫৪৯৪২৮১
ফুলবাড়ী	১৪	১৪	-	১৪	-	-	৬০৯৬২১৩	৩০৪৮১১	১২১৯২৪৩
রাজারহাট	১7	১৪	-	১1	০6	০6	৮৩০৭৬০০	-	-
উলিপুর	৩১	২৪	-	19	১2	১2	৬৮৩৯৮৪৪	৩৪১৯৯২	১৩৬৭৯৬৯
উলিপুর পৌরসভা	০২	০২	-	০2	-	-	১২১০০০০০	-	-
চিলমারী	০৫	০৫	-	০৫	-	-	৯৪৪৯৯০১	৪৭২৪৯৫	১৮৮৯৮০
রৌমারী	১৭	১৩	-	১4	০3	০3	২০৮০২৪৭০	১০৪০১২৩	৪১৬০৪৯৪
চর রাজিবপুর	০৫	০৫	-	০4	০1	০1	৪৭১২৭০০	২৩৫৬৩৫	৯৪২৫৪০
মোট=	১৬৪	141	-	১৩4	২9	২9	১১৬১০০৩৬১	৪৪১০৯৫২	১৫৬২৫৮১২

চলমান পাতা-১০

১২। জলমহাল সংক্রান্তঃ জানুয়ারি ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর জানান এ জেলায় ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে মোট জলমহালের সংখ্যা ৫৩টি। তন্মধ্যে উন্মুক্ত ২৩টি এবং বদ্ধ ৩০টি। ইজারাযোগ্য ৩০টি জলমহালের মধ্যে মন্ত্রণালয় হতে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারা প্রদানকৃত জলমহালের সংখ্যা ৯টি। এ কার্য লয়হতে ইজারা প্রদানকৃত জলমহালের সংখ্যা ১১টি। ইজারা প্রদানযোগ্য জলমহালের সংখ্যা ০৪টি। অবশিষ্ট ০৬টি জলমহালের মধ্যে মামলা চলমান ০৩ টিতে, ভরাট হওয়ার কারণে ইজারা কার্য ক্রমবন্ধ রয়েছে ০১ টিতে এবং নদীগর্ভে বিলীন ২ টি। ইজারা প্রদানকৃত ১১টি জলমহাল হতে ১৪২৪ বাংলা সনের প্রাপ্ত আয় ৭০,৭১,৫৬৩/- টাকা। ২০ (বিশ) একরের নিম্নে মোট জলমহালের সংখ্যা ৯৫ টি। ইজারা বহির্ভূত কোন জলাশয় থাকলে নীতিমালা অনুযায়ী সেগুলোর খাস কালেকশনের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান নিশ্চিত করে এ অফিসকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্ব াহী অফিসারগণকে পরামর্শ প্রদান করেন। ২০ একরের উর্ধ্বে জলাশয়ের বিস্তারিত তথ্য এবং ইজারাধীন, ইজারা বহির্ভূত জলাশয়ের তথ্য প্রতিসভায় রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম উপস্থাপন করবেন। উপজেলায় কি পরিমাণ জলাশয় ইজারাযোগ্য রয়েছে তার ইউনিয়নভিত্তিক তথ্য প্রতিমাসে উপজেলা নির্ব াহী অফিসারগণকে এ কার্য লয়েপ্রেরণ করার জন্য সভাপতি নির্দে শনাপ্রদান করেন।	১। ২০ একরের নিচের যে সব জলমহালের ইজারা প্রদান সম্ভব হয়নি সেগুলোর খাস কালেকশনের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান নিশ্চিত করে এ অফিসকে অবহিত করতে হবে। ২। ২০ একরের উর্ধ্বে জলাশয়ের বিস্তারিত তথ্য এবং ইজারাধীন, ইজারা বহির্ভূত জলাশয়ের তথ্য প্রতিসভায় উপস্থাপন করতে হবে। উপজেলায় কি পরিমাণ জলাশয় ইজারাযোগ্য রয়েছে তার ইউনিয়নভিত্তিক তথ্য প্রতিমাসে এ কার্য লয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। উপজেলা নির্ব াহী অফিসার /সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম। ২। উপজেলা নির্ব াহী অফিসার(সকল), কুড়িগ্রাম /রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম।

১৩। এল এ কেস সংক্রান্তঃ জানুয়ারি ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্ম কর্ত, কুড়িগ্রাম জানান, ১৯৪৮ সনের জরুরি হুকুম দখল আইনের আওতায় মোট এল, এ কেসের সংখ্যা ৩৮৪টি, গেজেটে প্রকাশিত এল এ কেসের সংখ্যা ১৬৯টি। গেজেটে প্রেরণকৃত এল এ কেসের সংখ্যা ১৬১টি। বাতিলকৃত এল, এ কেসের সংখ্যা ০৬টি। ৪৮টি অনিষ্পন্ন এল এ কেসের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রত্যয়নপত্র চেয়ে প্রত্যাশী সংস্থা বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্ম কর্তাজানান। সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রত্যয়নপত্র প্রেরণের জন্য তাগিদ পত্র প্রদানের পরামর্শ দেন। গেজেটে প্রকাশিত ১৬৯ টি কেসের মধ্যে ৩৩ টি কেসের নামজারী করা হয়নি, অবশিষ্ট কেসের গেজেটের কপি সংগ্রহ সাপেক্ষে নামজারী করা হবে মর্মে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্ম কর্তা জানান। গেজেটে প্রকাশিত যে সকল এল, এ কেসের তফসিলভূক্ত সম্পত্তির নামজারী হয়নি সে সকল এল,এ কেসের তফসিলভূক্ত সম্পত্তি নামজারী কার্য ক্রম গ্রহণপূর্ব ক আগামী সভার পূর্বে নিষ্পত্তিকরণেরপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কর্ম কর্তাকে অনুরোধ করেন। আলোচনান্তে সভাপতি গেজেট সংগ্রহপূর্ব কদ্রুত নামজারির ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি গেজেটে প্রেরণকৃত এল এ কেসের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসে পত্র প্রদানের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কর্ম কর্তা কুড়িগ্রামকে পুনরায় নির্দে শনা প্রদান করেন। ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ এর আওতায় ৩৩৩টি এল, এ কেসের মধ্যে গেজেটে প্রকাশিত এল, এ কেসের সংখ্যা ২৯০টি। গেজেটে প্রেরণকৃত এল এ কেসের সংখ্যা ৩৭টি। চলমান এল, এ কেসের সংখ্যা ৬টি। গেজেটে প্রকাশিত ২৯০টি এল, এ কেসের মধ্যে ২৭২ টির নামজারী সম্পন্ন হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয় । গেজেটে প্রেরিত কেসগুলির মধ্যে ইতোমধ্যে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে কি না সে বিষয়ে খোঁজ নেয়া হচ্ছে। সভাপতি এল, এ কেসের গেজেটের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার নামে অধিগ্রহণকৃত জমির নামজারী সম্পাদন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দে শ প্রদান করেন।এল,এ কেসের রেজিস্টার হালনাগাদ রাখার জন্যও নির্দে শনা প্রদান করেন।এল, এ শাখায় রক্ষিত এল, এ কেসের গেজেটসমসূহ জেলা ওয়েব পোর্ট াল(www.kurigram.gov.bd) এ আপলোড করার জন্য অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্ম কর্তা কুড়িগ্রামকে নির্দে শনা প্রদান করেন। সভাপতি অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি ব্যক্তির নামে নামজারি হয়ে থাকলে তা দ্রুত বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের বিপরীতে এল,এ কেস নম্বর লিখার জন্য এবং এল,এ কেস রেজিস্টার হাল নাগাদ রাখার জন্যও নির্দে শ প্রদান করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়, শাখা-৪ হতে গত ১৭/১০/১৯৯ ইং তারিখে জারীকৃত স্মারকের ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের আইন এবং ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের আওতায় সকল জেলায় এল এ কেসের গেজেট প্রকাশনার ব্যবস্থা নিতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দে শনা প্রদান করেন।	১। ১৯৪৮ সনের যে ৪৮টি অনিষ্পন্ন এল এ কেস আছে তার গেজেট সংগ্রহপূর্ব ক দ্রুত নামজারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ২। ১৯৪৮ সালের জরুরী হুকুম দখল আইনের আওতায় সৃজিত কেসগুলির মধ্যে অনিষ্পত্তি কেসগুলি (প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের অভাবে) নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। এল, এ শাখায় রক্ষিত এল, এ কেসের গেজেটসমসূহ জেলা ওয়েব পোর্ট াল (www.kurigram.gov.bd) এ আপলোড করতে হবে। ৪। অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি ব্যক্তির নামে নামজারি হয়ে থাকলে তা দ্রুত বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের বিপরীতে এল,এ কেস নম্বর লিখতে হবে এবং এল,এ কেস রেজিস্টার হাল নাগাদ রাখতে হবে। ৫। ভূমি মন্ত্রণালয়, শাখা-৪ হতে গত ১৭/১০/১৯৯ ইং তারিখে জারীকৃত স্মারকের ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের আইন এবং ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের আওতায় সকল জেলায় এল এ কেসের গেজেট প্রকাশনার ব্যবস্থা নিতে হবে।	(১-২)। ভূমি অধিগ্রহণ কর্ম কর্তা কুড়িগ্রাম। ৩। অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্ম কর্তা কুড়িগ্রাম। (৪-৫)।ভূমি অধিগ্রহণ কর্ম কর্তা কুড়িগ্রাম /সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রাম।।

চলমান পাতা-১১

১৪। সরকারি সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা: জানুয়ারি ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সহকারী কমিশনার, আরএম শাখা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্য ালোচনায়দেখা যায় জানুয়ারি/২০১৯ মাস পর্য ন্তখাস জমি সংক্রান্ত মূল মামলা ১১২০ টি, টি। অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১১২০ টি, আপিল মামলা ১২০ টি। অর্পি ত সম্পত্তি সংক্রান্ত মূল মামলা ৯০৮টি। অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯০৮ টি এবং আপিল ০৪টি। সভাপতি ইতোপূর্বে সরকারের পক্ষে রায় হওয়া মামলাভূক্ত সম্পত্তি সরকারের দখলে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়াও সরকার বিপক্ষে রায়/ডিক্রীকৃত মামলাসমূহ তামাদি মেয়াদের মধ্যেই ছানি/আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসার আগে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্তাগণকে উপজেলা নির্ব াহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে অবগত করার নির্দে শনাও প্রদান করেন। প্রতিবেদেন দেখা যায় যে, ১ মাসের অধিক পেন্ডিং এসএফ এর সংখ্যা ১৭৫ টি। সভাপতি ০১(এক) মাসের অধিক পেন্ডিং এস,এফ আগামি সভার পূর্বে ই উপজেলা পর্য ায়েনিষ্পত্তি করে শূন্যের কোটায় নিয়ে আসা নিশ্চিৎ করতে এবং পেন্ডিং এস এফ এর তথ্য আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ অফিসে প্রেরণ করার জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে নির্দে শনাপ্রদান করেন। সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত রেকর্ড সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি সহকারী কমিশনার, রেকর্ড রুম শাখাকে পরামর্শ প্রদান করেন। এস এফ শুধুমাত্র অগ্রায়ন পত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সরকারি স্বার্থ থাকা/ না থাকার বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণে উল্লেখ করাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযোজন করতে উপজেলা নির্ব াহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে অনুরোধ করেন। তিনি এস এফ প্রেরণে সবোর্চ্চ অগ্রাধিকার দিতে উপজেলা নির্ব াহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি মামলার তালিকা আর এম শাখা হতে সংগ্রহপূর্ব ক পেন্ডিং এস এফ এর জবাব প্রেরণের বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে পরামর্শ প্রদান করেন। নোটিশ/সমনের সাথে আরজির কপি যাতে প্রেরণ করা হয় সে বিষয়ে বিজ্ঞ জিপি/এজিপি(সকল) ও ভিপি কৌশুলী, কুড়িগ্রামকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি অনুরোধ করেন।	১। ইতোপূর্বে সরকারের পক্ষে রায় হওয়া মামলাভূক্ত সম্পত্তি সরকারের দখলে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলায় নিম্ন আদালতের রায় যেন বিচক্ষণতার সাথে আইনের যথাযথ ধারা উল্লেখ করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ৩। সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলার ক্ষেত্রে সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনায় কোন ত্রুটি বা গাফিলতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং মামলাগুলো নির্ধ ারিত সময়ের মধ্যে যথাশ্রীঘ্র আপিল দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের বিপক্ষে রায় হলে দ্রুত আপীল দায়ের করতে হবে। ৪। সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার ব্যাপারে বিজ্ঞ সরকারি কৌশুলীর সাথে এস,এফ বিষয়ে সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং বিজ্ঞ সরকারি কৌশুলীর সাথে সমন্বয় করতে হবে। ৫। এস এফ গুরুত্ব সহকারে লিখতে হবে এবং তাতে সি এস, এস এ ও আর এস রেকর্ড এর তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে এবং সাক্ষ্য দেওয়ার আগে আর এম শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে সাক্ষ্য দেবার পর পুনরায় আর এম শাখাকে অগ্রগতি অবহিত করতে হবে। ৬। ১ মাসের অধিক পেন্ডিং এস এফ আগামি সভার পূর্বেই শূন্যের কোটায় নামিয়ে এনে অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং অবশিষ্ট পেন্ডিং এস এফ এর তথ্য আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ অফিসে প্রেরণ করতে হবে । ৭। এস এফ শুধুমাত্র অগ্রায়ন পত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সরকারি স্বার্থ থাকা/ না থাকার বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণে উল্লেখ করাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযোজন করতে উপজেলা নির্ব াহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে অনুরোধ করেন। ৮। মামলার তালিকা আর এম শাখা হতে সংগ্রহপূর্ব কপেন্ডিং এস এফ এর জবাব জরুরি প্রেরণ নিশ্চিৎ করতে হবে। ৯। নোটিশ/সমনের সাথে আরজির কপি প্রেরণ করতে হবে।	১। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল, কুড়িগ্রাম । (২-৩)। বিজ্ঞ সরকারি কৌসুলি, কুড়িগ্রাম। ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি) /সহকারী কমিশনার (আর,এম) / ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্তা/ ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্ম কর্তা (সকল), কুড়িগ্রাম। (৫-৬)। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল, কুড়িগ্রাম । (৭-৮)। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল, কুড়িগ্রাম/ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/ উপ-সহকারী কর্ম কর্তা (সকল), কুড়িগ্রাম/ সংশ্লিষ্ট সহকারী। ৯। বিজ্ঞ জিপি/এজিপি (সকল) ও ভিপি কৌশুলী, কুড়িগ্রাম।

১৫। রেন্ট সার্টি ফিকেট মামলা সংক্রান্তঃ জানুয়ারি ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় রেন্ট সার্টি ফিকেট মামলার বর্ণি ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যাজানুয়ারি ২০১৯ মাস পর্য ন্ত অনিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টি ফিকেট মামলার সংখ্যা২৯০টি, বিপরীতে দাবির পরিমাণ =20,54,683/- টাকা। জানুয়ারি/২০১৯ মাসে কোন উপজেলায় রেন্ট সার্টি ফিকেটমামলা দায়ের না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম /উপজেলা নির্ব াহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রামকে নির্দে শনা প্রদান করেন।সভাপতি অনিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টি ফিকেট মামলাদ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তিকরণে এখন থেকে সপ্তাহে ০১ দিন ধার্য করে রেন্টসার্টি ফিকেট আদালতেরকার্য ক্রম পরিচালনার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে পরামর্শ প্রদান করেন। সঠিক সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ, মামলা নিষ্পত্তিকরণ, উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণান্তে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দে শনাপ্রদান করা হয়। সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী বকেয়া আদায়যোগ্য হোল্ডিং এর বিপরীতে রেন্ট সার্টি ফিকেটমামলা দায়ের নিশ্চিত করার জন্য সার্টি ফিকেট অফিসারগণকে অনুরোধ করেন। স্ব স্ব উপজেলার অনিষ্পন্ন রেন্ট সার্টি ফিকেট মামলা নিষ্পত্তিতে অধিকতর মনোযোগী হওয়াসহ মাসিক নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধ ারণ করতে সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি রেন্ট সার্টি ফিকেটমামলাভূক্ত জমির নামজারী অনুমোদনের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ পরিদর্শ নকালে সংশ্লি রেজিস্টারসমূহ গুরুত্বসহকারে যাচাই করার জন্য দায়িত্বরত/পরিদর্শ নকারী কর্ম কর্তাকে অনুরোধ করেন।	১। কোন উপজেলায় রেন্ট সার্টি ফিকে মামলা দায়ের না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এবং বড় বড় বকেয়াধারীদের বিরুদ্ধে রেন্ট সার্টি ফিকেটমামলা দায়ের করতে হবে। ২। রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার নিষ্পত্তিকরণে সপ্তাহে ০১ দিন আলাদাভাবে ধার্য করে আদালতের কার্য ক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৩। সরকারি দাবি আদায় আইন ১৯১৩ অনুযায়ী বকেয়া আদায়যোগ্য হোল্ডিং এর বিপরীতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের স্বার্থে যথাসময়ে রেন্ট সার্টি ফিকেট মামলা দায়ের করার জন্য সার্টি ফিকেট অফিসারগণইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্ম কর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্ম কর্তাকেপ্রয়োজনীয় নির্দে শনাপ্রদান করবেন। ৪। স্ব স্ব উপজেলার অনিষ্পন্ন রেন্ট সার্টি ফিকেট মামলা নিষ্পত্তিতে অধিকতর মনোযোগী হওয়াসহ মাসিক নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধ ারণ করতেহবে। ৫। রেন্ট সার্টি ফিকেট মামলাভূক্ত জমির নামজারী অনুমোদনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ পরিদর্শ নকালে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারসমূহ গুরুত্বসহকারে যাচাই করতে হবে।	১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/ উপজেলা নির্ব াহীঅফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম। (২-৩)। উপজেলা নির্ব াহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম। (৪-৫)।সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।

চলমান পাতা-১২

রেন্ট সার্টি ফিকেট মামলারবিবরণীঃ জানুয়ারি ২০১৯ মাস

উপজেলা	গতমাস পর্য ন্ত অনিষ্পত্তি কৃত রেন্ট সাঃ মাঃ সংখ্যা	চলতি মাসে দায়েরকৃত রেন্ট সাঃ মাঃ সংখ্যা	চলতি মাসে দায়ের কৃত মামলার দাবির টাকার পরিমাণ	মোট রেন্ট সাঃ মাঃ সংখ্যা (২+৩)	মোট রেন্ট সাঃ মাঃ দাবির টাকার পরিমাণ (৩+৪) নং কলামের দাবির টাকার পরিমাণ	চলতি মাসে নিষ্পত্তি কৃত রেন্ট সাঃ মাঃ সংখ্যা	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	জুলাই/১৮ হতে চলতি মাস পর্য ন্ত পুঞ্জিভূত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	মোট অনিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সাঃ মামলার সংখ্যা	মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কুড়িগ্রাম সদর	102	০০	০০	102	631736	০০	০০	18279	102	631736
নাগেশ্বরী	92	০০	০০	92	163622	২০	২৭৯২২	৭৩৫০৯	৭2	১৩৫৭০০
ভূরুঙ্গামারী	-	০০	০০	-	-	০০	০০	০০	০০	০০
ফুলবাড়ী	-	০০	০০	-	-	০০	০০	০০	০০	০০
রাজারহাট	০৪	০০	০০	০৪	৭১০৭১	০০	০০	০০	০৪	৭১০৭১
উলিপুর	৯৯	০০	০০	৯৯	১০০৪০০৫	05	35347	92536	৯4	968658
চিলমারী	05	০০	০০	05	8790	০০	০০	০০	05	8790
রৌমারী	04	০০	০০	04	৪০৮৭৫	০০	০০	০০	04	৪০৮৭৫
চর রাজিবপুর	09	০০	০০	09	১৯৭৮৫৩	০০	০০	০০	09	১৯৭৮৫৩
সর্ব মোট=	315	০০	০০	৩১৫	২১১৭৯৫২	২৫	63269	184324	290	2054683

১৬। জেনারেল সার্টি ফিকেট মামলা সংক্রান্তঃ জানুয়ারি ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জেনারেল সার্টি ফিকেট আদালতগুলোতে মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান সভায় তুলে ধরা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, জানুয়ারি ২০১৯ মাস পর্য ন্ত মোট মোকদ্দমার সংখ্যা 2৬৯৭ টি, বিপরীতে দাবির পরিমাণ ১৬১৯০৭৫৮৪/৫৩ টাকা। ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে জেলা প্রশাসকের কার্য ালয় কুড়িগ্রামে ০২ টি, নাগেশ্বরী উপজেলায় ০৩ টি এবং চিলমারী উপজেলায় ২৮ টি সহ মোট ৩৩ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিপরীতে আদায় ৫৬০১৯৪/১৬ টাকা। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে উপজেলা নির্ব াহী অফিসারগণকে সুবিধামত সপ্তাহে ০১ দিন ধার্য করে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময়ে সার্টি ফিকেট আদালত পরিচালনা করারপরামর্শ প্রদান করেন এবং মাসে কমপক্ষে ৫টি করে মামলা নিষ্পত্তি করার লক্ষ্য নির্ধ ারণের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া তিনি মামলা পর্য ালোচনা করে বাদীপক্ষের তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হলে প্রয়াজনে যুক্তিসংগত বার সময় দিয়ে সরকারি দাবি আদায় আইন ১৯১৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধানমতে মামলা খারিজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দে শনা প্রদান করেন। ব্যাংকের মামলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধানকে পত্র দেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। সার্টি ফিকেট মামলায় এডভ্যালুরাম কোর্ট ফি ঠিকমত নেয়া হয় কিনা এবং পাস্ন করা হয় কিনা তা যথাযথভাবে দেখতে জেনারেল সার্টি ফিকেট অফিসারকেপরামর্শ প্রদান করা হয়। সভাপতি বলেন যে,জেনারেল সার্টি ফিকেট মামলা নিষ্পত্তির বিষয় উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে তিনি উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভা নিয়মিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। জেনারেল সার্টি ফিকেট মামলার নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিসহ সার্টি ফিকেটমামলাভূক্ত চিহ্নিত শীর্ষ খাতকদের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দে শনা দেন। সরকারি পাওনাদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পাওনা পরিশোধের ডকুমেন্টসহ মামলা নিষ্পত্তির আবেদন থাকলে তা নিষ্পত্তি করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। জেনারেল সার্টি ফিকেট মামলা নিষ্পত্তিতে অধিকতর তৎপর হওয়ার জন্য সভাপতি সকল সার্টি ফিকেটঅফিসারকে অনুরোধ জানান।	১। সরকারি দাবি আদায় আইন ১৯১৩ অনুযায়ী সরকারি পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে অনিষ্পন্ন জেনারেল সার্টি ফিকেট মামলাসমূহতে মাসে কমপক্ষে ৫ টি করে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। ২। সপ্তাহে সুবিধামত ০১ দিন ধার্য করে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময়ে আদালত পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিমাসে কমপক্ষে ০৫ টি মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। ৩। মামলা পর্য ালোচনা করে বাদীপক্ষের তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হলে প্রয়াজনে যুক্তিসংগত বার সময় দিয়ে সরকারি দাবি আদায় আইন ১৯১৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধানমতে মামলা খারিজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। ব্যাংকের মামলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধানকে পত্র প্রদান করতে হবে। ৫। সার্টি ফিকেট মামলায় এডভ্যালুরামকোর্ট ফি ঠিকমত নেয়া হয় কিনা এবং পাস্ন করা হয় কিনা তা যথাযথভাবে যাচাই করে দেখতে হবে। ৬। নিয়মিত উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভা করতে হবে। ৭। জেনারেল সার্টি ফিকেট মামলার নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং শীর্ষ খাতকদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। ৮। সরকারি পাওনাদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পাওনা পরিশোধের ডকুমেন্টসহ মামলা নিষ্পত্তির আবেদন থাকলে তা নিষ্পত্তি করতে হবে। ৯। জেনারেল সার্টি ফিকেট মামলা নিষ্পত্তিতে অধিকতর তৎপর হতে হবে।	(১-৩)। উপজেলা নির্ব াহীঅফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম /জেনারেল সার্টি ফিকেট অফিসার কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট, কুড়িগ্রাম। (৪-৯)। সংশ্লিষ্ট সকল।

চলমান পাতা-১৩

জেনারেল সার্টি ফিকেট মামলারবিবরণীঃ জানুয়ারি ২০১৯

উপজেলার নাম	চলতি মাসে দায়েরকৃত কেসের সংখ্যা	দাবিকৃত টাকার পরিমাণ	মোট জেনারেল সার্টি ফিকেট কেস সংখ্যা	মোট দাবিকৃত টাকার পরিমাণ	চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত জেনারেল সার্টি ফিকেট কেস সংখ্যা	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	মোট অনিষ্পত্তিকৃত জেনারেল সার্টি ফিকেট কেসের সংখ্যা	মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জেলা প্রশাসকের কার্য ালয় কুড়িগ্রাম	২১	২২৯৩২৩৯/০০	৩৭৭	৪১৬৯০৭২৭/০০	০৫	৫৫৭৫৮০/০০	৩৭২	৪১১৩৩১৪৭/০০
কুড়িগ্রাম সদর	-	-	410	34226664/০০	-	-	410	34226664/০০
নাগেশ্বরী	-	-	৪৩২	২০১৬১৭২৮/০০	০২	৯৩৮১০/০০	৪৩০	২০০৬৭৯১৮/০০
ভূরুঙ্গামারী	-	-	206	15107 598/০০	-	-	206	15107 598/০০
ফুলবাড়ী	-	-	18৮	110৫২০৪৫/০০	-	-	18৮	110৫২০৪৫/০০
রাজারহাট	-	-	18০	7৪৫৬৩৪৭/০০	-	-	18০	7৪৫৬৩৪৭/০০
উলিপুর	-	-	3৮৮	১৯১৬৪৭৪২/০০	-	-	3৮৮	১৯১৬৪৭৪২/০০
চিলমারী	-	-	৪৩৩	৭৮৫২২৮৮/৫৩	০৫	৭৬৬১১/৪০	৪২৮	৭৮৫২২৮৮/৫৩
রৌমারী	-	-	65	6224009/০০	-	-	65	6224009/০০
চর রাজিবপুর	-	-	39	1264675/০০	-	-	39	1264675/০০
সর্ব মো।	২১	২২৯৩২৩৯/০০	2৭১৮	১৬৪২০০৮২৩/৫৩	১২	৭২৮০০১/৪০	2৭০৬	১৬৩৪৭২৮২২/১৩

১৭। মিস মোকদ্দমা সংক্রান্তঃ জানুয়ারি ২০১৯

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সভায় মিস মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিবরণী ছক আকারে উপস্থাপন করেনঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
মিস কেস নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কুড়িগ্রাম সদর,নাগেশ্বরী,ভূরুঙ্গামারী, উলিপুর ও রৌমারী উপজেলায় মিস কেস নিষ্পত্তির হার কম হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সঠিকভাবে নামজারী কেস নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে মিস কেসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সে প্রেক্ষিতে তিনি সঠিকভাবে নামজারী কেস নিষ্পত্তির উপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে নির্দে শনাপ্রদান করেন ও মিস কেসের সংখ্যা যেনো বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি সুনির্দি ষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মাসওয়ারি লক্ষ্য নির্ধ ারণের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন মিস কেসসমূহের নিষ্পত্তির হার দ্রুততম সময়ে সন্তোষজনক পর্য ায়ে উন্নীত করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দে শনা দেন।বিলুপ্ত 'খ' তফসিলভূক্ত সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে এবং সংশোধিত খতিয়ানের কপি জেলা রেকর্ড রুমে প্রেরণ করতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দে শপ্রদান করেন। মিস মোকদ্দমাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য উপজেলা মাসিক রাজস্ব সভায় আলোচনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপজেলা নির্ব াহী অফিসার(সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করা হয়।	১। মিস কেসের সংখ্যা যেনো বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থেকে সঠিকভাবে নামজারী করতে হবে। ২। সুনির্দি ষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মাসওয়ারি লক্ষ্য নির্ধ ারণের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন মিস কেসসমূহের নিষ্পত্তির হার দ্রুততম সময়ে সন্তোষজনক পর্য ায়েউন্নীত করতে হবে। ৩। বিলুপ্ত 'খ' তফসিলভূক্ত সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে এবং সংশোধিত খতিয়ানের কপি জেলা রেকর্ড রুমে প্রেরণ করতে হবে। ৪।মিস মোকদ্দমাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য উপজেলা মাসিক রাজস্ব সভায় আলোচনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১-৩)। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম। ৪। উপজেলা নির্ব াহীঅফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম

মিস মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিবরণীঃ জানুয়ারি ২০১৯

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	পূর্ব বর্তী মাস পর্য ন্ত অনিষ্পন্ন মিস মোকদ্দমার সংখ্যা	জানুয়ারি/১৯ মাসে দায়েরকৃত মিস মোকদ্দমার সংখ্যা	মোট মিস মোকদ্দমার সংখ্যা	জানুয়ারি/২০১৯ মাসে নিষ্পত্তিকৃত মিস মোকদ্দমার সংখ্যা	জানুয়ারি/২০১৯ মাস পর্য ন্ত নিষ্পত্তিকৃত মিস মোকদ্দমার সংখ্যা	মোট অনিষ্পন্ন মিস মোকদ্দমার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	কুড়িগ্রাম সদর	175	০৫	১৮০	০৬	৫১	১৭৪
২	নাগেশ্বরী	৯২	০২	৯৪	০৫	৩৪	৮৯
৩	ভূরুঙ্গামারী	৪৭৫	০১	৪৭৬	১০	৭১	৪৬৬
৪	ফুলবাড়ী	১১	০২	১৩	০৩	০৭	১০
৫	রাজারহাট	১২	০৪	১৬	০০	03	১৬
৬	উলিপুর	১০৪	১০	১১৪	০৮	২৪	১০৬
৭	চিলমারী	০২	-	০২	-	০০	০২
৮	রৌমারী	৬৮	-	৬৮	-	08	৬৮
৯	চর রাজিবপুর	২৬	-	২৬	-	০3	২৬
	সর্ব মো।	9৬৫	২৪	৯৮৯	৩২	২০১	৯৫৭

চলমান পাতা-১4

১৮। ইনোভেশন সংক্রান্তঃ জানুয়ারি ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে "Service at Doorsteps" বা জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা পৌঁছানো নিশ্চিত করাসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েরএকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের উদ্যোগে নাগরিক সেবা সহজীকরণের জন্য ইনোভেশন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সভাপতি কুড়িগ্রাম জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়েররাজস্ব প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাকেতাদের স্ব স্ব দপ্তরে ভূমি সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে সচেতন করার জন্য এবং ভূমি সেবা বিষয়ে ইনোভেটিভ উদ্যোগ সম্পর্কে সক্রিয়হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন সমবেত বা সমবায়ভিত্তিক প্রয়াস যে কোন সফলতার মাত্রাকে বহুগুণে বর্ধিত করে। তৃণমূল পর্যায় থেকেইমূল উদ্ভাবন সূচিত হয়। আর সেক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনাও থাকে অনেক বেশী। নাগরিকদের সহজে ও দ্রুত ভূমি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ জন্য এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা/আরএম শাখা/ভূমি অধিগ্রহণ শাখাসহ রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী চর্চা করা প্রয়োজন।কুড়িগ্রাম জেলার ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গৃহীত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনায়সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্ম প্রক্রিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক রাজস্ব প্রশাসনের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকেএকটি innovation idea প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।	১। নাগরিক সেবা সহজীকরণের জন্য ইনোভেশন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সভাপতি কুড়িগ্রাম জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়েররাজস্ব প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাকেতাদের স্ব স্ব দপ্তরে ভূমি সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে সচেতন করার জন্য এবং ভূমি সেবা বিষয়ে ইনোভেটিভ উদ্যোগ নিয়ে সক্রিয় হতে হবে। ২। রাজস্ব শাখা/আরএম শাখা/ভূমি অধিগ্রহণ শাখাসহ উপজেলা ভূমি অফিস/ ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহে সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী চর্চা করতে হবে। ৩। কুড়িগ্রাম জেলার ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গৃহীত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনায় সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্ম প্রক্রিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক রাজস্ব প্রশাসনের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে একটি innovation idea প্রদান করতে হবে।	(১-৩)। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

১৯। বিবিধঃ

দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ণের লক্ষ্যে উপজেলা হতে প্রেরিত মাসিক রিপোর্ট- রিটার্ন ও মাসিক রাজস্ব সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেএ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় পৌঁছানো নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ পরিদর্শনকালে সিদ্ধান্ত/আদেশ/রায় ও ভূমি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যাদি দূরিকরণার্থে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিসহ গুণগত ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তগৃহীত হয়:

(১) ভূমি আপীল বোর্ড, ঢাকা'র ০১ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৩১.৮২.০০০০.১১.০০৬.০০১.১২.২৩৮/১ নং স্মারকপত্রের নির্দেশনার আলোকে প্রত্যেক উপজেলা ভূমি অফিসে পুরাতন নথি ও রেকর্ড গুলো ক্রমিক অনুযায়ী ও বৎসর অনুযায়ী শ্রেণীভিত্তিক সুবিন্যস্ত করে রাখতে হবে। সুষ্ঠু নথি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অল্প সময়ে যে কোন নথি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রেরণ করা সম্ভব হবে। যে সব উপজেলা ভূমি অফিসে এভাবে নথি সুবিন্যস্ত করা হয়েছে সেখান থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে পরামর্শ প্রদান করেন।

(২) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংস্থার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে সকল সংস্থার স্থানীয়জেলা/আঞ্চলিক প্রধানকে ইউনিয়ন ভূমি অফিসভিত্তিক সংস্থার তফসিল উল্লেখ করে দাবির বিপরীতে পরিশোধের অতীব জরুরিভিত্তিতে পত্র দিয়ে অনুলিপি এ কার্যালয়েপ্রেরণ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি কোন উপজেলা হতে চাহিত তথ্য এ কার্যালয়ে না পাওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), কুড়িগ্রামকে নিশ্চিত করতে পুনরায় অনুরোধ করা হয়।

(৩) পরিত্যক্ত সম্পত্তির লীজমানি আদায়ে সর্বোচ্চ তৎপরতা প্রদর্শন এবং দৃশ্যমান অগ্রগতি করার জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি), কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম ও নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করা হয়। পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবি আদায় জোরদার করতে তাগিদ দেয়ার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(৪) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ১১৬,১১৭ এবং ১৪৩ ধারাসহ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান মোতাবেক নামজারি/জমা খারিজ কেসের কার্যক্রম গ্রহণ করতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৫/০৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯/বিবিধ/১৩/০৯-৩৮৫ নং পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণে নামজারি/জমা খারিজ নিষ্পত্তি করতে সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নামজারি/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিষয়ক সমস্যাদি গণশুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির চলমান কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও কার্যকর করতে হবে।

(৫) উপজেলা হতে প্রেরিতব্য মাসিক রিপোর্ট রিটার্ণ আবশ্যিকভাবে প্রতিমাসের ৩০/৩১ তারিখের (শেষ কর্মদিবস) মধ্যে ও মাসিক জেলা রাজস্ব সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং উপজেলা রাজস্ব সভার কার্যবিবরণীপ্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায়প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় নির্দেশনা দেন।যে সকল উপজেলা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্টরিটার্ণ প্রেরণ করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং যে সকল উপজেলা হতে পাওয়া যায়নি তাদের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

(৬) সরকারের ধার্য কৃতফি-সহ উপজেলা ভূমি অফিস/ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে প্রদেয় সকল ধরণের সেবার জন্য প্রযোজ্য বিষয় নিয়ে নাগরিক সনদ (Citizen Charter) প্রস্তুতকরণ এবং উপজেলা ভূমি অফিস/ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করেন।

(৭) Time,Cost and Visit (TCV) কমানোর লক্ষ্যে নামজারী ও জমাখারিজের ক্ষেত্রে সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ,অন্য কোন উপজেলা ভূমি অফিসের উত্তম চর্চারঅনুসরণ এবং নিজ দপ্তরের উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিষয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ এং উদ্ভাবিত তথ্যাদি স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।

(৮) ভূমি সেবা দেশের প্রতিটি ব্যক্তি/পরিবার/বিচারপ্রার্থী জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ে অগ্রাধিকারসহ সর্ব স্তরে সেবাপ্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ/আলাপ-আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর মতবিনিময়/অনুবীক্ষণ/অধিবেশন/কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

(৯) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Transparency & Accountability) নিশ্চিত করতে হবে। যাতে অফিস/অফিসারদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং সেবার মান উন্নত হয়। অফিস/সরকারের ভাবমুর্তি উজ্জল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং একইসংগে সরকারের গৃহীত ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে নজর দিতে হবে।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা, সততা,আন্তরিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে জনকল্যাণমুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে ভূমি অফিসের ভাবমুর্তি উজ্জ্বলকরণে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য পরামর্শ প্রদান এবং একইসাথে ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে ভূমি সেবাকে আরও গতিশীল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণেরঅনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

(মোছাঃ সুলতানা পারভীন)
জেলা প্রশাসক
কুড়িগ্রাম।
ফোনঃ ০৫৮১-৬১৬৪৫(অঃ)
ফ্যাক্সঃ ০৫৮১-৬২৩৭৪(অঃ)
ই-মেইল: dckurigram@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।
(রাজস্ব শাখা)
www.kurigram.gov.bd

স্মারক নং-৩১.৪৭.৪৯০০.০০৬.০৩.০০১.১৮. ২৮৮ (৯০)

তারিখঃ ০৬ চৈত্র, ১৪২৫ / ২০ মার্চ, ২০১৯

অনুলিপিঃ

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৪। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার,রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৫। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সকল), কুড়িগ্রাম।
৭। আরডিসি/জিসিও/ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।
৮। জেলা রেজিস্ট্রার, কুড়িগ্রাম।
৯। সহকারী কমিশনার (ভূমি).....(সকল), কুড়িগ্রাম।
১০। সহকারী কমিশনার .....শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।
১১। সহকারী কমিশনার (গোপনীয়), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম। তাকে কার্যবিবরণীটি জেলা প্রশাসক মহোদয়ের ই-মেইল থেকে সভার সকল সদস্যগণকে ই- মেইল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২। সহকারী কমিশনার (আইসিটি),জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম। তাকে কার্যবিবরণীটি জেলা ওয়েব পোর্টালে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। .....কুড়িগ্রাম।
১৪। সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার.....(সকল), কুড়িগ্রাম।
১৫। বিজ্ঞ সরকারি কৌসুলি, কুড়িগ্রাম।
১৬। বিজ্ঞ ভিপি কৌসুলি, কুড়িগ্রাম।
১৭। হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়, কুড়িগ্রাম।
১৮। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, রাজস্ব শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম
১৯। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম মহোদয়ের গোপনীয় সহকারী (জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২০। গোপনীয় সহকারী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক)/ (রাজস্ব)/বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুড়িগ্রাম।
২১। সংস্থাপন সহকারী/জমা সহকারী/বন্দোবস্ত সহকারী/অডিট সহকারী/সায়রাত সহকারী/ভিপি সহকারী, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট।
২২। অফিস কপি।

(মোছাঃ জিলুফা সুলতানা)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব)
কুড়িগ্রাম।
ফোনঃ ০৫৮১-৬১৫৯১(অঃ)
ই-মেইলঃ adcrkurigram@mopa.gov.bd